# সুনামগঞ্জের অনেক শিক্ষার্থী দুই বছরেও টাকা পায়নি

**সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি**
১৯ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

‘জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ বাতিল করে গত ১৫ নভেম্বর সরকার দুই বছর পর আবার বৃত্তি পরীক্ষা চালুর ঘোষণা দিয়েছে। এতে খুশি হয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষা নিয়ে সুনামগঞ্জের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। কারণ দুই বছর আগে পঞ্চম শ্রেণির

বৃত্তি পেয়ে এখনও টাকা পায়নি জেলার অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০২২ সালের সর্বশেষ প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সুনামগঞ্জে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল ৬৪৫ জন এবং সাধারণ বৃত্তি পেয়েছিল ৭৫৫ শিক্ষার্থী। কিন্তু তাদের অনেকেই গত দুই বছরে এখনও সেই বৃত্তির টাকা পায়নি। তাদের মধ্যে একজন সুনামগঞ্জ শহরের সরকারি সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী আইনানী তাজরিয়া। সে পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। কিন্তু এখনও বৃত্তির টাকা পায়নি। শুধু আইনানী তাজরিয়াই নয়, তাদের স্কুলের ৪০ জন বৃত্তিপ্রাপ্তের কেউ টাকা পায়নি। একইভাবে শহরের সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়েরও বেশির ভাগ শিক্ষার্থী বৃত্তির টাকা পায়নি। তবে কোনো কোনো স্কুলের শিক্ষার্থীদের দুই কিস্তির বৃত্তির টাকা ব্যাংকের হিসাবে এসে জমা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আইনানী তাজরিয়ার বাবা সদর উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক রকিবুল হাসান বলেন, ‘আমার মেয়ে পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছিল। কিন্তু দুই বছরেও বৃত্তির টাকা পায়নি। শুধু আমার মেয়েই নয়, তার সঙ্গে ৩৯ জনের কেউ-ই বৃত্তির টাকা পাচ্ছে না। দুই বছরেও বৃত্তির টাকা পায়নি, এখন আবার নতুন করে বৃত্তি পরীক্ষার ঘোষণা এসেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘মেয়ে প্রায়ই বলেÑ বৃত্তির টাকা এলো কিনা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। ব্যাংক ও স্কুলে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেও কোনো খবর পাওয়া যায়নি। টাকা কবে আসবে কেউ বলতে পারছেন না।’

আরেক শিক্ষার্থী ইফফাত মোকাররমার বাবা সদর উপজেলার নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জসিম উদ্দিন বলেন, ‘মেয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে, কিন্তু দুই বছর হলো এখনও বৃত্তির টাকা পায়নি। বৃত্তির টাকার অংক যাই হোক, এই টাকাগুলো শিক্ষাজীবনে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগায়। টাকা না পেয়ে তারা হতাশা বোধ করছে।’

সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. এনানুল হাসান শাহীন বলেন, ‘আমাদের স্কুলের অনেকেই বৃত্তির টাকা পেয়েছে। আবার কেউ কেউ এখনও টাকা পায়নি। ঠিক কি কারণে এখনও টাকা পাচ্ছে না তা জানা যায়নি। আমরা সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও পাঠিয়েছি।’

সরকারি সতীশ চন্দ্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল খায়ের মো. ফারুক আহমদ বলেন, ‘আমি যোগদান করার পর বিদ্যালয় থেকে পাঠানো সকল কাগজপত্র পুনঃযাচাই করে কোনো ত্রুটি পাইনি, তবু আবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে কাগজ পাঠিয়েছি। কিন্তু কেন টাকা আসছে না বুঝতে পারছি না, আমাদের কোনো ভুল হয়নি। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি।’

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘সন্তানদের বৃত্তির টাকা না আসায় কোনো কোনো অভিভাবক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আগে এ বিষয়ে অফলাইনে কাজ হতো, আমি প্রত্যয়ন দিলে ব্যাংক থেকে তারা টাকা পেত। কিন্তু এখন সব কাজ অনলাইনে হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষই সবকিছু করেন। তবে এ সমস্যা নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেউ কিছু জানাননি। অভিভাবকদের কাছ থেকে জানার পর আমি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করেছি। আমি চাই মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেন বৃত্তির টাকাগুলো পায়।